139252 - শিশুদের রোযা পালনে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন

আমার ৯ বছরের একটি ছেলে আছে। তাকে কিভাবে রমজানের রোযা পালনে অভ্যস্ত করা যায়- আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন, ইনশা'আল্লাহ। বিগত রমজানে সে মাত্র ১৫ দিন রোযা পালন করেছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

এ প্রশ্নটি পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সন্তানদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া ও তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এ ধরনের প্রশ্ন। এটি অধীনস্থদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত।আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার উপর যাদের দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

দুই:

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ বছরের ছেলে সিয়াম পালনে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। কারণ সে এখনও সাবালক হয়নি।তবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের উপর সন্তানদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন। ৭ বছর বয়সী সন্তানকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য পিতামাতার প্রতি আদেশ জারী করেছেন। নামাযে অবহেলা করলে ১০ বছরবয়স হতে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে রোযা রাখাতেন, যেন তারা এ মহান ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ আলোচনা হতে সন্তানসন্ততিকে উত্তম গুণাবলী ও ভাল কাজের উপর গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালাতের ব্যাপারে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

"আপনারা আপনাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে সালাত আদায়ের আদেশ করুন।এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে প্রহার করুন এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিন।" [হাদিসটিআবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং ৪৯৫) এবং শাইখ

আলবানী সহীহ আবু দাউদগ্রন্থএে হাদসিকে সহীহ হাদসি বলে চহ্নিতি করছেনে]

রোযার ব্যাপারে এসছে:

রুবাইবনিতে মুআওয়যে ইবনে আফরা (রাদয়িাল্লাহু আনহা) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সকালে মদনিার আশপোশে আনসারদরে এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালনে : 'যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল শুরু করছে, সে যনে তার রোযা পালন সম্পন্ন কর। আর যে ব্যক্তি বে-রোযদার হসিবে সকাল করছে সে যনে বাকি দনিটুকু রোযা পালন কর।' এরপর থকেে আমরা আশুরারদনিরোযা পালন করতাম এবং আমাদরে ছোট শশিুদরেকওে (ইনশাআল্লাহ্) রোযা রাখাতাম। আমরা (তাদরে নয়িে) মসজদিে যতোম এবং তাদরে জন্য উল দয়িে খলেনা তরৈী করে রাখতাম।তাদরে কউে খাবাররে জন্য কাঁদলে তাকে সইে খলেনা দয়িে ইফতাররে সময় পর্যন্ত সান্ত্বনা দয়িে রাখতাম। [হাদসিটবির্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (নং ১৯৬০) ও মুসলমি (নং ১১৩৬)]

উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু রমজান মাসে এক মদ্যপকে বলছেলিনে :

"তোমার জন্য আফসোস! আমাদরে ছোট শশিুরা পর্যন্ত রোযাদার!" এরপর তাকে প্রহার করা শুরু করলনে। [হাদসিটি ইমাম বুখারীসনদবহিীন বাণী (মুআল্লাক) হসিবে 'শশিুদরে রোযা' পরচ্ছিদে সংকলন করছেনে]

যে বয়সে শশিু রোযা পালনে সক্ষমতা লাভ করে সে বয়স থকেে পতিামাতা তাকে প্রশক্ষিণমূলক রোযা রাখাবনে। এটি শশিুর শারীরকি গঠনরে উপর নর্িভর কর। আলমেগণরে কউে কউে এ সময়কে ১০ বছর বয়স থকেে নর্িধারণ করছেনে। এ ব্যাপারে আরো বস্তিারতি জবাব দখেুন (65558)নং প্রশ্নরে উত্তর।সখোনে আরো কছিু গুরুত্বপূর্ণ কথা পাবনে। তনি : শশিুদরেকে রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তোলার বশেকছিু পন্থা রয়ছে:

১। শশিুদরে নকিট রোযার ফজলিত সম্পর্কতি হাদসিগুলো তুলে ধরতে হব। তাদরেকে জানাতে হবে সয়িাম পালন জান্নাতে প্রবশেরে মাধ্যম। জান্নাতরে একটি দরজার নাম হচ্ছে 'আর-রাইয়্যান'।এ দরজা দয়িে শুধু রোযাদারগণ প্রবশে করব।

২। রমজান আসার পূর্বইে কছিু রোযা রাখানোর মাধ্যমে সয়িাম পালনে তাদরেকে অভ্যস্ত করে তোলা। যমেন- শা'বান মাসে কয়কেটি রোযা রাখানো। যাতে তারা আকস্মকিভাবে রমজানরে রোযার সম্মুখীন না হয়।

৩। প্রথমদকিে দনিরে কছিু অংশে রোযা পালন করানো।ক্রমান্বয়ে সইে সময়কে বাড়য়িে দয়ো।

৪। একবোরে শষে সময়ে সহেরেি গ্রহণ করা।এতে করে তাদরে জন্য দনিরে বলোয় রোযা পালন সহজ হব।

৫। প্রতদিনি বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দওেয়ার মাধ্যমে তাদরেকে রোযা পালনে উৎসাহতি করা।

৬। ইফতার ও সহেরীর সময় পরবিাররে সকল সদস্যরে সামনে তাদরে প্রশংসা করা।যাতে তাদরে মানসকি উন্নয়ন ঘটে।

৭। যার একাধকি শশিু রয়ছেে তাদরে মাঝে প্রতযিোগতিার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খয়োল রাখতে হবে যাতে প্রতযিোগতিায় পছিয়িে পড়া শশিুটরি প্রতি কঠোরেতা প্রদর্শন করা না হয়।

৮। তাদরে মধ্যে যাদরে ক্ষুধা লাগবে তাদরেকে ঘুম পাড়য়িঅেথবা বধেঁ খলেনা দয়িে ভুলয়িে রাখা। এমন খলেনা যাতে পরশি্রম করতে হয় না। যভোবে মহান সাহাবীগণ তাঁদরে সন্তানদরে ক্ষত্রেে করতনে। নর্িভরযোগ্যইসলামী চ্যানলেগুলোতে শশিুদরে উপযোগী কছিু অনুষ্ঠান রয়ছেেএবংরক্ষণশীল কছিু কার্টুন সরিজি রয়ছে। এগুলো দয়িে তাদরেকে ব্যস্ত রাখা যতেে পার।ে

৯। ভাল হয় যদি বাবা তার ছলেকেে মসজদিে নয়িে যান। বশিষেতঃ আসররে সময়। যাতে সে নামাযরে জামাতে হাযরি থাকতে পার।ে বভিন্নি দ্বীনি ক্লাসে অংশ নতিে পারে এবং মসজদিে অবস্থান করে কুরআন তলিাওয়াত ও আল্লাহ তা’আলার যকিরিে রত থাকতে পার।ে

১০। যসেব পরবিাররে শশিুরা রোযা রাখে তাদরে বাসায় বড়োতে যাওয়ার জন্য দনিে বা রাতরে কছিু সময় নর্িদষ্টি করে নয়ো। যাতে তারা সয়িাম পালন অব্যাহত রাখার প্ররেণা পায়।

১১। ইফতাররে পর শরয়িত অনুমোদতি ঘুরাফরিার সুযোগ দয়ো। অথবা তারা পছন্দ করে এমন খাবার, চকলটে, মষ্টি, ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা।

আমরা এ ব্যাপারওে লক্ষ্য রাখতে বলছি যে, শশিুর যদি খুব বশেি কষ্ট হয় তবে রোযাটি পূর্ণ করতে তার ওপর অতরিক্তি চাপ দওেয়া উচতি নয়।যাতে তার মাঝে ইবাদতরেপ্রতি অনীহা না আসে অথবা তার মাঝে মথি্যা বলার প্রবণতা তরৈী না করে অথবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধরি কারণ না ঘটায়। কনেনা ইসলামী শরয়িতে সে মুকাল্লাফ (ভারার্পতি) নয়। তাই এ ব্যাপারে খয়োল রাখা উচতি এবং সয়িাম পালনে আদশে করার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করাউচতি।

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।